339140 - করোনা মহামারীর প্রেক্ষিতে জারীকৃত কারফিউ- এর কারণে বাসা-বাড়ীতে ঈদের নামায আদায় করার হুকুম

প্রশ্ন

করোনা ভাইরাসের প্রেক্ষিতে লকডাউনের মধ্যে ঈদের নামায বাসায় আদায় করা জায়েয হবে কিনা; যদি বাসাতে তিনজনের অধিক পুরুষ লোক থাকে? এটি কি বাসাতে নামায আদায় করার জন্য যথাযথ ওজর? হোম কোয়ারেন্টিনের কারণে যদি কেউ তার পরিবারকে নিয়ে বাসাতে ঈদের নামায আদায় করে সেক্ষেত্রে সে কি খোতবা দিবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ইতিপূর্বে 96922 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির ঈদের নামায ছুটে গেছে কিংবা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি ঈদের নামাযে হাযির হতে পারেননি তার জন্য ঈদের নামায নিজ বাসায় আদায় করা জায়েয; এমনকি তিনি একা হলেও। এটি জমহুর (অধিকাংশ আলেম) এর অভিমত।

ইবনে কুদামা “আল-মুগনী” গ্রন্থে (২/২৮৯) বলেন: “যে ব্যক্তির ঈদের নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তির উপর কাযা পড়া আবশ্যক নয়। যেহেতু ঈদের নামায ফরযে কিফায়া। যে কেউ পড়লে সেটাই যথেষ্ট।

তবে কেউ যদি কাযা পড়তে চায় তাহলে তার একাধিক এখতিয়ার থাকবে। তিনি ইচ্ছা করলে এক সালামে কিংবা দুই সালামে চার রাকাত নামায পড়তে পারেন।

এটি ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং এটি ছাওরী (রহঃ) এর অভিমত। যেহেতু ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তির ঈদের নামায ছুটে গেছে সে ব্যক্তি চার রাকাত নামায পড়বেন। যে ব্যক্তির জুমার নামায ছুটে গেছে তিনিও চার রাকাত পড়বেন।

আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: যদি আমি দুর্বল লোকদেরকে নিয়ে কাউকে নামায পড়ার নির্দেশ দিই তাহলে আমি তাকে চার রাকাত পড়ার নির্দেশ দিব।[সুনানে সাঈদ ইবনে মানছুর]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন: এ অভিমতকে শক্তিশালী করে আলী (রাঃ) এর হাদিস। তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দুর্বল লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ার ও খোতবা না দেয়ার নির্দেশ দেন।

এবং যেহেতু এটি ঈদের নামাযের কাযা; তাই জুমার কাযা নামাযের ন্যায় এটাও চার রাকাত।

এবং তিনি ইচ্ছা করলে নফল নামাযের মত দুই রাকাত পড়তে পারেন। এটি আওযায়ির অভিমত। যেহেতু এটি নফল।

আর যদি ইচ্ছা করেন যে, তাকবীর দিয়ে ঈদের নামাযের পদ্ধতিতে পড়বেন; তাহলে এমন অভিমত ইমাম আহমাদ থেকে ঈসমাইল বিন সাঈদ বর্ণনা করেছেন, জুযজানী এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন। এবং এটি নাখাঈ, মালেক, শাফেয়ি, আবু ছাওর ও ইবনে মুনযির প্রমুখের অভিমত।

যেহেতু আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার বসরাতে ইমামের সাথে ঈদের নামায পাননি। তখন তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ও তাঁর দাসদেরকে একত্রিত করেন। এরপর তাঁর দাস আব্দুল্লাহ্ বিন আবি উতবা নামায পড়ান। আব্দুল্লাহ্ দুই রাকাত নামায পড়ান এবং উভয় রাকাতে তাকবীর দেন।

এবং যেহেতু এটি একটা নির্দিষ্ট নামাযের কাযা নামায। তাই অন্য সকল নামাযের মত এটি ঐ (মূল) নামাযের পদ্ধতিতে হওয়া চাই। এভাবে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে একাকী পড়ার কিংবা জামাতের সাথে পড়ার।

আবু আব্দুল্লাহ্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: কোথায় পড়বে? তিনি বলেন: চাইলে সে ঈদগাহে যেতে পারে; কিংবা সে যেখানে চায় সেখানে পড়তে পারে।”[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, খলিফার সাথে যেভাবে ঈদের নামায পড়া হয় সেভাবে পড়াটা জমহুরের অভিমত। অতএব, ঈদের নামাযের যে পদ্ধতি রয়েছে সে পদ্ধতিতে নামাযটি পড়বেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত তাকবীর দিয়ে দুই রাকাত নামায পড়বেন; খোতবা ছাড়া।

আর যখন পূর্বোক্ত মতভেদের আলোচ্য বিষয় তথা নামাযটি ঈদের নামাযের কাযা হিসেবে পালিত না হয়; বরং মূল ঈদের নামায হিসেবে সম্পাদিত হয় এবং এর দ্বারা ফরয দায়িত্ব কিংবা কিফায়া দায়িত্ব পালিত হয়; বর্তমান পরিস্থিতির হাল তো এটাই; সেক্ষেত্রে এই নামায ঈদের নামাযের মূল পদ্ধতিতে পড়ার বিষয়টি আরও তাগিদপূর্ণ। যেহেতু পৃথিবীর অধিকাংশ

দেশের ঈদগাহসমূহে ও মসজিদগুলোতে ঈদের নামায পড়া হবে না; তাই এমন পরিস্থিতিতে ঈদের নামাযের পরিচিত পদ্ধতির খেলাফ করাটা অগ্রগণ্য হতে পারে না। বরঞ্চ ব্যক্তি যদি তার বাসা-বাড়ীতে ঈদের নামায পড়ে তাহলে তার উচিত হবে ঈদের নামাযের পরিচিত পদ্ধতিতে পড়া।

দুই:

শাফেয়ি মাযহাবের অভিমত হচ্ছে জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ঈদের নামায তার নিজ বাসস্থানে আদায় করা সুন্নত। তাদের নিকট সেটা কাযা নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইমাম মুযানি ইমাম শাফেয়ি (রহঃ) থেকে ‘মুখতারাসুল উম্ম’ (৮/১২৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, “জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তি তার বাসস্থানে দুই ঈদের নামায আদায় করবে এবং অনুরূপভাবে মুসাফির, দাস ও মহিলাও।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৫/২৬) বলেন: “আহকাম: ঈদের নামায ক্রীতদাস, মুসাফির, নারী ও জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্য নিজ বাসায় কিংবা অন্য কোন স্থানে আদায় করা কি শরিয়ত সম্মত?

“এক্ষেত্রে দুটো অভিমত রয়েছে। সর্বাধিক শুদ্ধ ও মশহুর অভিমত হচ্ছে ঈদের নামায তাদের জন্য আদায় করা শরিয়তসম্মত হওয়ার পক্ষে নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা।”[সমাপ্ত]

তাদের নিকট এ শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যারা জামাতের সাথে আদায় করবেন তাদের ক্ষেত্রে খোতবা দেয়াও সুন্নত।

‘মুগনিল মুহতাজ’ গ্রন্থে (১/৫৮৯) বলেন: “জামাতের সাথে এ নামাযদ্বয় আদায়কারীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সুপথপ্রাপ্ত খলিফাদের অনুসরণে খোতবা দেয়া সুন্নত। এক্ষেত্রে মুসাফিরদের জামাত করা ও অন্যদের জামাত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।”[সমাপ্ত]

তুহফাতুল মুহতাজ গ্রন্থে (৩/৪০) বলেন: “জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জন্য (ঈদের নামায) আদায় করা সুন্নত; তবে খোতবা ছাড়া। অনুরূপভাবে ক্রীতদাস, নারীর জন্যেও সুন্নত। স্বাধীন নারী ও দাসী ঈদের নামাযে হাযির হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে ‘জামায়াত’ অধ্যায়ের শুরুর দিকে তারা জামায়াতে হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো প্রযোজ্য হবে। অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্যেও সুন্নত; অন্য সকল নফল নামাযের মত। মুসাফিরদের ইমামের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেয়া সুন্নত।”[সমাপ্ত]

এরপর তিনি বলেন (৩/৪৫): “ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একা একা আদায়কারীর জন্য খোতবা দেয়া সুন্নত

নয়।”[সমাপ্ত]

মালকেী মাযহাব হচ্ছ-ে একাকী আদায়কারী, নারী ও মুসাফরিরে জন্য আদায় করা সুন্নত; মুস্তাহাব নয়।

আল-খরিাশী বলনে (২/৯৮): “যনি জুমার নামায আদায় করতে আদষ্টি তার জন্য ঈদরে নামায আদায় করা সুন্নত; নফল নামায বধৈ হওয়ার সময় থকেে শুরু করে সূর্য হলেে পড়া পর্যন্ত।” ব্যাখ্যাকার বলনে: ঈদরে নামাযরে হুকুমরে ব্যাপারে মতভদে রয়ছে। মশহুর অভমিত হচ্ছে যমেনটি গ্রন্থাকার উল্লখে করছেনে সুন্নতে আইন (প্রত্যকেরে জন্য সুন্নত); অন্য মত,ে সুন্নতে কফিায়া (কউে পড়লে অন্যদরে সুন্নত আদায় হয়ে যাব)ে।

যে ব্যক্তরি উপর জুমার নামায আবশ্যক তাকে আদায় করার নর্দিশে দয়ো হব।ে ক্রীতদাস, বালক, নারী ও মুসাফরি ঈদরে নামাযে হাযরি হবনে। আর যে ব্যক্তি শহর থকেে ৩ মাইল দূরত্বরে বাইরে তার ক্ষত্রেে সুন্নত নয়; কন্তিু মুস্তাহাব। অচরিইে সইে আলোচনা আসব।ে”[সমাপ্ত]

আরও বলনে (২/১০৪): যে ব্যক্তি এই নামায পড়ার জন্য আদষ্টি নয় কংিবা যার ছুটে গছেে তার নামাযটি আদায় করা:

ব্যাখ্যাকার বলনে: অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার নামায আদায় করার জন্য আবশ্যকীয়ভাবে আদষ্টি নয় কংিবা যে ব্যক্তরি ইমামরে সাথে ঈদরে নামায আদায় ছুটে গছে:ে তার জন্য এটি পড়া মুস্তাহাব।

এটি কি জামায়াতরে সাথে পড়ব;ে নাকি একাকী? দুটো অভমিত রয়ছে।ে”[সমাপ্ত]

কছিু কছিু আলমে একাকী পড়াকে প্রাধান্য দয়িছেনে।[দখেুন: হাশয়িাতুদ দুসুকী (১/৪০১)]

মালকেী মাযহাবে আরও রয়ছেে য,ে যদি তারা জামায়াতরে সাথে আদায় করনে তাহলে তারা খাতেবা ছাড়া আদায় করবনে।

আল-হাত্তাব ‘মাওয়াহবিুল জালীল’ গ্রন্থে (২/১৯৮) বলনে: “শহরবাসীদরে মধ্যে যাদরে নামাযটি ছুটে গছেে তাদরে জন্য জামায়াত করা জায়যেরে অভমিতরে ভত্তিতিওে তারা খাতেবা দবিে না; এতে কনো মতভদে নাই। অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কনো ওজররে কারণে এ নামায আদায় করনেি এবং ক্রীতদাস ও মুসাফরিদরে ক্ষত্রে।ে আর ছোটে গ্রামরে অধবিাসীদরে ব্যাপারে দুইটি অভমিত রয়ছে।ে আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।”[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে যদি কউে তার নজি বাসায় তার পরবিারকে নয়িে ঈদরে নামায আদায় করনে তাহলে শাফয়েি মাযহাবরে আলোকে তার জন্য দুটো খাতেবা দয়ো সুন্নত। আর মালকেি মাযহাব মত,ে খাতেবা দবিে না।

এ দুই মাযহাবেরে অভমিতরে পক্ষে দললি পশে করা যায় ইমাম বুখারী তাঁর সহহি গ্রন্থে দৃঢ়তা প্রকাশক ভাষ্যে যে 'মুআল্লাক' রওেয়ায়তেটি উল্লখে করছেনে য,ে তনি বিলনে: "আনাস বনি মালকে তাঁর আযাদকৃত দাস ইবনে আবি উতবাকে (বাড়ীর) কোণায় (নামায প্রতষ্ঠিার) নর্দিশে দনে। তখন সে তাঁর পরবিার ও ছলেদেরেকে একত্রতি কর।ে"[সমাপ্ত]

আনাস (রাঃ) এর নামায ছুটে যায়নি। তব,ে তনি বিসরাতে শহররে কয়কে মাইল বাহরিে বসবাস করতনে।

ইবনে রজব 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (৯/৭৬) বলনে: আনাস (রাঃ) এর নামায ছুটে যায়নি। বরং তনি শিহররে বাইরে দূরে বসবাস করতনে। তাই তাঁর হুকুম গ্রামবাসীদরে হুকুম। ইমাম আহমাদ (তার থকেে বর্ণতি এক বর্ণনাত)ে সদেকিে ইশারা করছেনে।"[সমাপ্ত]

তনি:

শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান আল-বার্রাক ফতয়ো দয়িছেনে য,ে যদি মহামারী ও কারফউি-এর কারণে শহরে নামায অনুষ্ঠতি না হয় তাহলে এ অবস্থার হুকুম হচ্ছে যার নামায ছুটে গছেে তার হুকুম। এমতাবস্থায় বাসা-বাড়ীতে খাতেবা ছাড়া ঈদরে নামায আদায় করা হব।ে

তাঁকে জজ্ঞিসে করা হয়: বর্তমান পরস্থিতিতিে যখন করোনা ভাইরাসরে কারণে নামাযগুলো ঘরে আদায় করা হচ্ছে এমতাবস্থায় ঈদরে নামাযরে ব্যাপারে আপনার অভমিত কি? ঈদরে নামায কি বাসা-বাড়ীতে আদায় করা হব;ে যদি আদায় করা হয় তাহলে কভিাবে আদায় করা হব?ে

জবাব: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আমাদরে নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরবিার-পরজিন ও তাঁর সাহাবীবর্গরে প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষতি হাকে। অতঃপর: যদি কোনে প্রতবিন্ধকতার কারণে ঈদরে পড়া না যায়; যমেনটি এ দনিগুলোর পরস্থিতি;ি সক্ষেত্রেে এর হুকুম হবে যে ব্যক্তরি নামায তথা ঈদরে নামায ছুটে গছেে তার হুকুমরে মত।

এ মাসয়ালায় আলমেদরে একাধকি অভমিত রয়ছে:ে কউে বলছেনে: দুই রাকাত পড়ব।ে কউে বলছেনে: চার রাকাত পড়ব।ে কউে বলছেনে: ঈদরে নামাযরে মত পড়ব;ে এটাই সঠকি অভমিত। অর্থাৎ দুই রাকাত পড়বে এবং অতরিক্তি তাকবীরগুলো বলব।ে ক্বরিাত উচ্চস্বরে পড়ব।ে খাতেবা দবিে না। যমেনটি করা হয় যে কোনে কাযা ইবাদত সম্পাদনরে ক্ষত্রে।ে অর্থাৎ মূল ইবাদতরে আদলে সম্পাদন করা হয়। একাকীও পড়া যাব,ে জামায়াতরে সাথওে পড়া যাব।ে

এ অভমিতরে পক্ষে দললি হচ্ছে আনাস বনি মালকে (রাঃ) এর কর্ম: যখন তাঁর ঈদরে নামায ছুটে যায় তখন তনি তিাঁর

পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করেন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন আবি উতবা তাদেরকে দুই রাকাত নামায পড়ান; যেভাবে শহরবাসীগণ নামায পড়েছে সেভাবে এবং তারা যেভাবে তাকবীর দিয়েছে সেভাবে তাকবীর দিয়ে।

পক্ষান্তরে, ঈদের নামাযের কাযা হয় না এ অভিমত এখানে প্রযোজ্য নয়। কেননা আমাদের এ অবস্থাতে ঈদের নামায মূলতঃ পড়াই হয়নি। অতএব আদৌ ফরয আদায় হয়নি। কিন্তু, এমতাবস্থায় ঈদের নামাযকে যে ব্যক্তির এটি ছুটে গেছে তার অবস্থার উপর কিয়াস করা হবে; যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[শাইখের ওয়েবসাইট থেকে সমাপ্ত: https://sh-albarrak.com/article/18234]

সারকথা:

১। যে ব্যক্তি ঈদের নামায একাকী পড়বেন তিনি খোতবা ছাড়া আদায় করবেন।

২। যে ব্যক্তি জামায়াতের সাথে আদায় করবেন শাফেয়ি মাযহাব মতে, নামাযের পর দুটো খোতবা দেয়া তার জন্য সুন্নত। যদি খোতবা দেয়া সম্ভবপর হয় তবে খোতবা দেয়ার দিকটিকে শক্তিশালী করে শাইখ তাঁর জবাবে যা উল্লেখ করেছেন: নামায মূলতঃ পড়াই হয়নি এবং সাধারণ জামে মসজিদগুলোতে খোতবা দেয়া হয়নি।

আর মালেকি ও হাম্বলি মাযহাব মতে এবং যারা বর্তমানের ওজরগ্রস্ত মানুষকে যাদের নামায ছুটে গেছে তাদের মত মনে করেন তাদের মতে: জামায়াতের সাথে খোতবা ছাড়া আদায় করা হবে।

ঈদের নামাযের জন্য সংখ্যার শর্ত জানতে দেখুন: 337550 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।